শূন্য ঘর, শূন্য বেঞ্চ, শূন্য দৃষ্টি

আজাদ আলম

আজ একত্রিশ দিন হোলো মা প্রিয় ঘরখানি ছেড়ে চলে গেছে
যে আতুর ঘরে এক এক করে সোনা মানিকদের জন্ম দিয়েছে
জ্বরে কাতর ছেলের মাথায় পট্টিতে জল ঢেলেছে সারা রাত
আশিটি বছর ধরে সাজিয়েছে যে ঘরের মেঝে, দেয়াল আর ছাদ
আজ একত্রিশ দিন হলো সেই ঘরে মা আর একটিবারও পা রাখে নি।

ক্লান্ত মা কর্মব্যস্ত দিনের শেষে
যে ঘরের বিছানার কোনায় বসে
জানালার ফাঁকদিয়ে যতটুকু আলো আসে
সেই রোদে হেলান দিয়ে পরম আবেশে
দোয়া গঞ্জল আরশ আর সোনাভানের পুঁথি পড়েছে
গুন গুন করে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেছে
আজ একত্রিশ দিন হলো, সে আলো মা আর গায়ে মাখে নি।

সদর দরজার দেয়ালের সাথে লাগোয়া
সিমেন্ট পাথরে তৈরি বেঞ্চটা আজ একত্রিশ দিন আধোয়া
ব্যথাতুর প্রস্তরঘন্ড মলিন, উদ্দেশ্যবিহীন অবসর জীবন তার
রং চটা বেঞ্চি যেন বড়-বেশি নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ নীরব নির্বিকার
একদা মা এখানেই বসে থাকতো গালে হাত দিয়ে
ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীরা চলে যেতো বিদায় নিয়ে,
মাটির পানে মা শুধু চেয়ে থাকতো একাগ্র মনে
কখনই কারো চোখে চোখ রাখেনি মা বিদায়ের ক্ষণে
“জল ছল ছল দৃষ্টি যদি কোন অমঙ্গল ডেকে আনে?”

সন্তানেরা আসে, ছুটি শেষে চলেও যায়
যে পথে যায়
সেই পথে ধুলোমাখা বিষণ্ন পা ফেলে হাঁটতেই থাকেন মা
হাঁটতেই থাকেন হাঁটবেন যেন গাঁয়ের পর গাঁ
যতক্ষণ না বুকের মানিক চোখের আড়াল হয়,
মা হাঁটতেই থাকেন
তারপর দিগন্ত রেখায় তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ
যতক্ষণ না অন্ধকারে মিশে যায় গোধূলি বেলার রঙ,
যতক্ষণ না মাগরিবের আযানের আহবান কানে আসে
মা দাঁড়িয়েই থাকেন, মন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় ভাসে
ঠোঁটে মুখে অন্তরে জপে মালা, আকুল আবেদন
“ছহি ছালামত নিরাপদে যায় যেন বাছাধন”।

আজ একত্রিশ দিন হলো
এ বাড়ি ও বাড়ি হেটেঁ আসা ক্লান্ত মা আর বেঞ্চিতে বসে না
ছল ছল কোন চাতকী চোখ
পুব-দখিন কোনে তাকিয়ে বেদনা বিধুর জলে ভাসে না
আঙ্গুলের দাগে এক দুই করে দিনের হিসেব কশে না
“কটা দিন বাদেই তো আসবে ছেলে বিদেশ থেকে ।
জুড়িয়ে দিবে দেহ পরান, মধুর স্বরে মা, মা ডেকে ।”
আজ একত্রিশ দিন হলো সেই ব্যাকুল মা বেঁচে নেই।
সজল কোনো চোখ আর অগ্নি-কোনে তাকিয়ে নেই।
টেলিফোনে আর মায়ের জলদ অভিযোগ আসে না
“বাংলাদেশে সবার ভাত মিলে তোর মিলে না?”
“হাজার বছর বেঁচে থাক বাবা” এমন প্রার্থনা আর শুনি না
মাকে দেখতে যাবার মাস দিন ক্ষণ এখন আর গুনি না।

৫ ই জুন ২০১৩